৩৪৬

তারিখ ... NOV 10 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ৬ ...

শেরে বাংলা একে ফজলুল হক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চাই

১৯৭৮ সালে গাজীপুর জেলার শালনায় ঢাকার কৃষি কলেজকে স্থানান্তর করিয়া বাংলাদেশ কৃষি কলেজ নামকরণ করিবার একটি প্রকল্প অনুমোদন করা হইলে কৃষি কলেজের শিক্ষক, ছাত্র এবং শেরে বাংলা স্মৃতি সংসদ তাহার প্রতিবাদ করায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত বাতিলপূর্বক শালনায় জাপান সরকারের অনুদানে স্নাতকোত্তর কৃষি শিক্ষা ইনস্টিটিউট (ইপসা) স্থাপন করা হয়। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদানের ক্ষমতা পায়। কিন্তু শিক্ষা কমিশন ইপসাকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণের কোন সুপারিশ করে নাই। ১৯৩৯ সালে শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক কৃষি কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ইহাই একমাত্র কৃষি কলেজ ছিল। আর তাই অত্র কলেজকে শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করাই যুক্তিযুক্ত। এই কলেজে অবকাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি যেমন প্রাতিষ্ঠানিক ভবন, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, আবাসিক হলসমূহ, শিক্ষক ও কর্মচারীর আবাসিক ভবন বিদ্যমান, যাহা ইপসার তুলনায় অনেক বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতে বেশ কয়েকটি কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। ষাট দশকের মাঝামাঝি কৃষি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সমিতি, বাংলাদেশ কৃষিবিদ সমিতি, কৃষি কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রদের যৌথ প্রচেষ্টায় কৃষি কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগকে একীভূত করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে একটি টিচিং কৃষি অনুষদ খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৩ সালে কৃষি মন্ত্রণালয় উক্ত প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি কৃষি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে স্থানান্তর এবং ত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগকে একীভূত রিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি অনুষদ খালার জোর সুপারিশ করিলে কৃষি ন্ত্রণালয় তাহা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করে। স্তাবটি মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে পস্থাপন না করিয়াই তাহা নুমোদনের জন্য সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কট প্রেরণ করা হয়। ময়মনসিংহ ষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক ও র কৃষি অনুষদ খোলার বিষয়ে তবাদ জানাইলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী াবটি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু াক্ত যৌথ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা অপরপক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষদ খোলার দাবী জোরদার র লক্ষ্যে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ ছাত্র র সংখ্যা দ্বিগুণ করে। অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে ১৯৮১ সালে পূর্বের মোতাবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষদ খোলার আদেশ প্রদান করা াকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও সিন্ডিকেট এই আদেশ নের পদক্ষেপ গ্রহণ করিলে বিদ্যালয় কৃষি অনুষদ প্রকল্প । এই প্রকল্পে ১৩টি পৃথক ন প্রোভিসি, একজন ডীন, বেষণা) এবং পরিচালক (সম্প্রসারণ শিক্ষা)-সহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়। ইহাতে দেশের অনেক কৃষিবিদ এবং কৃষি কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ চরম বিরোধিতা এবং ধর্মঘট করিলে কৃষি অনুষদ প্রকল্প স্থগিত হইয়া যায়।

কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে সুশিক্ষিত ও দক্ষ কৃষি গ্রাজুয়েটের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং তাহা ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। বর্তমানে কৃষি কলেজটি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের অধিভুক্ত কলেজ হওয়ায় উহার প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণাধীন এবং অপরদিকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের নিয়ন্ত্রণাধীন। ফলে কলেজটি দ্বৈত শাসনের শিকার। অত্র কলেজে শিক্ষকদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও ট্রেনিং-এর সুযোগ না থাকায় উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব রহিয়াছে। আর তাই এখানে দেশের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন শিক্ষার পরিবেশ নাই বলিলেই চলে। এমতাবস্থায়, শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক কর্তৃক স্থাপিত ঐতিহ্যবাহী একমাত্র কৃষি কলেজের শিক্ষা ও গবেষণার মান আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে উহাকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা উইং-এর দায়িত্বে একজন প্রোভিসি, গবেষণা উইং-এর দায়িত্বে একজন প্রভিসি এবং সম্প্রসারণ শিক্ষা ও চাষী প্রশিক্ষণ উইং-এর দায়িত্বে একজন প্রোভিসি থাকিবেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ঢাকা বিভাগে অবস্থিত কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রসমূহের (BARI, BRRI, BJRI, BINA)জনবল ও সম্পদসহ স্বায়ত্তশাসিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা উইং-এর নিয়ন্ত্রণের স্থানান্তর এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকা বিভাগীয় জেলাসমূহে বিষয় বিশেষজ্ঞ (SMS-SUBJECT MATTER SPECIALIST) শাখা বাজেটসহ পদগুলি ও আগ্রহী জনবল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রসারণ শিক্ষা উইং-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রেষণে স্থানান্তর করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এসএমএস ও গবেষণামূলক সকল নূতন পদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেটআপ-এ সৃষ্টি ও নিয়োগ প্রদান করা জরুরী। প্রস্তাবিত দিনাজপুর এবং পটুয়াখালী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংগঠনিক কাঠামো একইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়, ইহাতে গবেষণা ক্ষেত্রে লাগসই আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি হইবে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে, কৃষি কমিশন কৃষি কলেজকে শালনাস্থ বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরাঙ্গন চত্বরে রূপান্তরের সুপারিশ করিয়াছেন। আমাদের মতে রাজস্ব ব্যয় ও বিনিয়োগের বিশ্লেষণ করা হইলে দেখা যাইবে, পূর্ণাঙ্গ পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বহিরাঙ্গন চত্বরে রূপান্তর করিতে মোট খরচের বিশেষ কোন তারতম্য হইবে না। এমতাবস্থায়, দেশের সার্বিক চাহিদা এবং কৃষিক্ষেত্রে শেরে বাংলার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ঐতিহ্যবাহী কৃষি কলেজটিকে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ডঃ এ,এইচ,এম মোশাররফ হোসেন,
রোড নম্বর ৩/এ, বাড়ি নম্বর-২৬,
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা

শব্দের ভুল প্রয়োগ ও অশুদ্ধ বানান

ইদানীং দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র কলামে বাংলা শব্দের ভুল প্রয়োগ ও অশুদ্ধ বানান সম্পর্কিত পত্রগুলির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। শুদ্ধভাবে বাংলা না লেখার অর্থ ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের অবমাননা ছাড়া আর কিছু নহে। কিন্তু আমরা একটু সচেতন হইলেই এই সমস্যাগুলি কাটাইয়া উঠিতে পারি। আমরা অনেক সময় শুনিতে পাই, 'অমুক শাসক স্বৈরাচার' ছিল। এই খানে স্বৈরাচার হইল একটি কর্ম, তাই ইহার কর্তা হইবে 'স্বৈরাচারী।' 'আমরা সকলে একত্রিত হইলাম-' এই ক্ষেত্রে একত্রিত না হইয়া হইবে 'একত্র'। শব্দের ভুল প্রয়োগ ছাড়াও অসংখ্য অশুদ্ধ বানান যেমনঃ 'অত্যাধিক', 'আভ্যন্তরীণ', 'দুরাবস্থা', 'দুস্কৃতিকারী', 'ফুটপাত', ইত্যাদি প্রায়শই চোখে পড়ে, যেগুলির শুদ্ধ বানান হইবে যথাক্রমে 'অত্যধিক,' 'অভ্যন্তরীণ', 'দুরবস্থা,' 'দুষ্কৃতকারী', 'ফুটপাথ,'।

মোঃ আমিনুর ইসলাম,
গণেশতলা,
দিনাজপুর ৫২০০।

শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যাগুলিকে উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আর এই মেরুদণ্ড যদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বা রোগাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে জাতির অগ্রগতি অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থা নানা সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষার মানোন্নয়নে তেমন অগ্রগতি সাধিত হয় নাই। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হইল, মূল কারণগুলিকে গুরুত্ব না দিয়া গৌণ কারণগুলিকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। এদেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারী। আর এই বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবকাঠামোগত অবস্থা এবং শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মান হতাশাব্যঞ্জক। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কিছু ব্যতিক্রম বাদে শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয়। শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটাইতে হইলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করিতে হইবে। বেসরকারী শিক্ষকদের প্রদান করিতে হইবে ন্যায্য বেতন-ভাতা। অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সংখ্যাগরিষ্ঠ বেসরকারী শিক্ষকের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করিতে না পারিলে গৃহীত উদ্যোগসমূহ কতটা ফলপ্রসূ হইবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট ভাবনার অবকাশ রহিয়াছে। আমাদের দেশে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয় না। অর্থাৎ যে সিদ্ধান্ত পরের তাহা নেওয়া হয় আগে, অনুরূপভাবে আগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পরে। আর এইসব সিদ্ধান্ত কখনও বাস্তবায়িত হয় না। সাম্প্রতিককালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সার্কুলারে বলা হয় যে সমস্ত কলেজ শিক্ষকদের সকাল নয়টা হইতে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক উপস্থিত থাকিতে হইবে। আবার এই নির্দেশ জারির কয়েকদিন না যাইতেই উহা স্থগিত রাখা হয়।

পরীক্ষায় নকল প্রবণতা আজ এক বিরাট সমস্যা। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অচলাবস্থা, অপরদিকে সার্টিফিকেট সর্বস্ব পড়াশোনার কারণে নকল প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এইজন্য কারণে-অকারণে শিক্ষকদেরকেই দায়ী করা হইতেছে এবং সামাজিকভাবে শিক্ষকেরা হইতেছেন হেয় প্রতিপন্ন। কিন্তু নকল প্রবণতা বন্ধ করিতে হইলে শুধু শিক্ষকদের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। নকল প্রবণতার প্রকৃত কারণগুলিকে চিহ্নিত করিয়া সে অনুযায়ী যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষাকে কর্মমুখী করিতে হইবে এবং নকলের বিরুদ্ধে গড়িয়া তুলিতে হইবে সামাজিক আন্দোলন। শিক্ষা ব্যবস্থায় সুস্থতা ফিরাইয়া আনিতে হইলে মূল সমস্যাগুলিকে উপড়াইয়া ফেলিতে হইতে। শুধু সমস্যার অগ্রভাগ কর্তন করিলে সমস্যার সমাধান হইবে না বরং কর্তিত অগ্রভাগ হইতে আরও নূতন নূতন সমস্যা গজাইয়া পরিস্থিতিকে পূর্বাপেক্ষা জটিল করিয়া তুলিবে।

মোঃ মফিজুল ইসলাম শাহ,
মুন্সীপাড়া (জামতলা), রংপুর।